ক্যাম্পে উদ্বেগ:
বর্জ্য অব্যবস্থাপনা, জলাবদ্ধতা এবং আলোর অভাব

বিস্তারিত প্রথম পৃষ্ঠায়

তথ্যের উৎস:
তথ্যকেন্দ্র ও টেলিভিশনের জনপ্রিয়তা বাড়ছে

বিস্তারিত দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়

রোহিঙ্গা ভাষা:
মাপের জগাখিচুড়ি

বিস্তারিত তৃতীয় পৃষ্ঠায়

যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ৮ × বুধবার, ০১ অগাস্ট ২০১৮

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আলোর অভাব, ময়লা-আবর্জনা এবং পানি জমে যাওয়ার সমস্যা

সূত্র: ২০১৮ এর মে ও জুনে নানা শ্রোতা দল থেকে পাওয়া মতামত। বেতারে অনুষ্ঠান ও ন্যারোকাস্ট শুনতে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ২৫০ জনের শ্রোতা দল সমবেত হন। দলগুলির সঞ্চালকরা শ্রোতাদের থেকে তাদের বর্তমান চাহিদা, তাদের সবচেয়ে বেশি কী প্রয়োজন এবং আশংকা সম্পর্কে মতামত সংগ্রহ করেন।

অনেক মানুষ, বিশেষ করে **লাম্বাশিয়া**, **বালুখালি** ও **থাইংখালি** ক্যাম্পের অধিবাসীরা শেল্টার তৈরির জিনিসপত্র পাওয়া যাবে কি না তা নিয়ে আশংকায় রয়েছেন। তারা লক্ষ্য করেছেন যে অস্থায়ী ঘরগুলোর বেশিরভাগই পাহাড়ের উপরে বা পাহাড়ের কিনারা ঘেঁষে রয়েছে এবং তারা দুশ্চিন্তা করছেন যে ভারী বৃষ্টিপাতে ভূমিধ্বস হতে পারে। তারা আশংকায় আছেন যে ঘরগুলো মজবুত করার জন্য অথবা ঘর সরিয়ে এনে সমতল জায়গায় বানানোর জন্য যথেষ্ট পরিমাণে বাঁশ ও দড়ি পাওয়া যাবে না।

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের অনেকেই রাতে ক্যাম্পে নিরাপদে চলাফেরা করার জন্য সোলার প্যানেল ও টর্চের জন্য লাগাতার অনুরোধ করে যাচ্ছেন। তাছাড়া, লোকজনের মতে, ক্যাম্পের ভেতরকার রাস্তাগুলো বেশ সংকীর্ণ, তাই নিয়মিত যাতায়াতের জন্য আরও আলোর প্রয়োজন। মানুষ জানিয়েছেন যে বর্ষার মৌসুমে ক্যাম্পের ভেতরের রাস্তাগুলোর অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে কারণ বেশিরভাগ রাস্তাতেই পানি জমে গেছে। তারা অভিযোগ করছেন যে বৃষ্টির পানি তাদের ঘরেও ঢুকে পড়ছে এবং ঘরে বসবাস করা কষ্টকর করে তুলছে। জনগোষ্ঠী থেকে পাওয়া মতামত অনুযায়ী এসব সমস্যা **থাইংখালি** এলাকায় সবচেয়ে প্রকট আকারে দেখা দিয়েছে।

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের আরেকটি আশংকার বিষয় হচ্ছে পরিবেশ দূষণ এবং বসবাসের অবস্থার অবনতির জন্য দূষণকেই প্রধানত দায়ী করা হচ্ছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষ যে প্রধান সমস্যাগুলি তুলে ধরেছেন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে উপযুক্ত নিষ্কাশন ব্যবস্থা বা ময়লা-আবর্জনা অপসারণ ব্যবস্থার অভাব। **লাম্বাসিয়া** এলাকায় এটিই বর্তমানে মুখ্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সম্প্রদায় থেকে জানানো হয়েছে যে, সেখানকার ময়লা আবর্জনা সব নালাগুলোতে ফেলা হচ্ছে এবং এই কারণে ময়লা জমে নর্দমাগুলো বুজে গেছে এবং উপচে পড়ছে। সম্প্রদায়ের মানুষ আরও জানিয়েছেন যে ক্যাম্পের খালি জায়গাগুলোতেও ময়লা ফেলা হচ্ছে এবং সেখান থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে ক্যাম্পে বসবাস করা দুষ্কর করে তুলেছে। রোহিঙ্গারা অভিযোগ করেছেন যে তাজা বাতাসের অভাবে তারা শ্বাসের সমস্যায় ভুগতে শুরু করেছেন। তাই সম্প্রদায়ের মানুষ আরও ভালো নিষ্কাশন ও ময়লা-আবর্জনা অপসারণের ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

টয়লেটের সমস্যা **বালুখালি** ও **থাইংখালি** এলাকায় বসবাসকারী রোহিঙ্গাদের দুশ্চিন্তা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। উল্লেখিত এলাকার মানুষ জানিয়েছেন যে বেশিরভাগ টয়লেটই ব্যবহারের অযোগ্য এবং পুরো ক্যাম্পে সেগুলো দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে তথ্য কেন্দ্র ও টেলিভিশনের গুরুত্ব ক্রমশই বাড়ছে

সূত্র: ২০১৮ এর মে থেকে জুলাই পর্যন্ত বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন আয়োজিত সাপ্তাহিক ফোকাস দলে আলোচনা। উখিয়াতে ছয়টি ছোট ফোকাস দলে আলোচনা করা হয়েছিল – সেগুলোর মধ্যে পাঁচটি দল পুরুষদের এবং একটি দল মহিলাদের ছিল।

বিশ্বাসযোগ্য তথ্যসূত্র

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে মানুষ বেশ কয়েকটি সূত্র থেকে তথ্য পান। তবে এগুলোর মধ্যে কয়েকটিকে তারা বিশ্বাস ও পছন্দ করেন। সময়ের সাথে সাথে এই পছন্দে পরিবর্তন হয়েছে: সাম্প্রতিক গবেষণায় যে সূত্রগুলি এখনকার পছন্দের সূত্র হিসেবে উঠে এসেছে সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল:

সেনাবাহিনী

মানুষ সেনাবাহিনীকে বিশ্বাস করে এবং তাদের থেকে তথ্য পেতে পছন্দ করে।

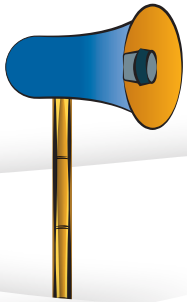

তথ্য কেন্দ্র

রোহিঙ্গাদের মধ্যে কেউ কেউ সরাসরি তথ্য কেন্দ্র থেকেই তথ্য জানা পছন্দ করেন, কারণ তাদের ধারণা কিছু মাঝি দুর্নীতিগ্রস্ত।

> “ক্যাম্পে তথ্য কেন্দ্র থাকলে ভালো হয়। এতে করে মানুষ বিভিন্ন এন জি ও থেকে সব প্রয়োজনীয় তথ্য পাবে।”
>
> – পুরুষদের দল, ক্যাম্প ৭

টিভি

বর্তমানে যে রোহিঙ্গারা ক্যাম্পের চায়ের দোকানে টিভি দেখতে যান তাদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। তাদের মতে টিভি থেকে তথ্য পাওয়া সহজ এবং তা বিশ্বাসযোগ্য।

মাঝী

তথ্যের জন্য মানুষ মাঝিদের ওপর নির্ভর করে। তবে রোহিঙ্গাদের মধ্যে কারও কারও মতে, মাঝিদের তথ্য প্রচারের জন্য সরাসরি না পাঠিয়ে ত্রাণ সংস্থাগুলির উচিৎ তারা যে তথ্য জানাতে চান তা নিয়ে মাঝী এবং জনগোষ্ঠীর দু-তিন জন প্রবীণ মানুষের সাথে আগে আলোচনা করা। আগে সম্প্রদায়ের প্রবীণদের সাথে আলোচনা করে তারপর যদি মাঝিদের মাধ্যমে তথ্য প্রচার করা হয় তাহলে মানুষ সেই তথ্য আরও বেশি বিশ্বাসযোগ্য মনে করবে।

সার্বজনিন ঘোষণা

অনেকের মতে মসজিদে ঘোষণা এনজিও-গুলির তথ্য প্রচার করার একটি ভালো মাধ্যম হতে পারে কারণ মানুষ মসজিদ থেকে পাওয়া তথ্যকে বিশ্বাস করে।

> “এনজিও-র স্বেচ্ছাসেবকরা যদি মসজিদের মাইকের মাধ্যমে তথ্য প্রচার করে তাহলে সবাই তা বিশ্বাস করবে।”
>
> – পুরুষদের দল, ক্যাম্প ৭

তথ্যের চাহিদা

মানুষ জানিয়েছেন যে তারা খাবার বিতরণ, ঘর বানানোর জিনিসপত্র, গর্ভকালীন যত্ন, টীকা, ওষুধ বিতরণ ও কোথায় কখন ডাক্তার দেখানো যাবে সেই সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য পাচ্ছেন। তবে কিছু বিষয়ে তাদের আরও তথ্য জানা প্রয়োজন বলে তারা মত প্রকাশ করেছেন। সেই বিষয়গুলি হল:

- প্রত্যাবাসন সম্পর্কে খবর
- আবহাওয়ার পূর্বাভাষ
- বর্ষাকালের উপযোগী আরও টেকসই বাড়িঘর কীভাবে বানানো যায়

> “বর্ষাকালের জন্য ঘরবাড়ি কিভাবে শক্তপোক্ত করা যায় আমাদের সেই তথ্য প্রয়োজন, আমাদের আবহাওয়ার পূর্বাভাষও জানা দরকার।”
>
> – পুরুষদের দল, ক্যাম্প-১০

মাপের জগাখিচুড়ি

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানুষজন বিভিন্ন ধরনের পরিমাপ পদ্ধতির (**মাফ-জুফের তরিকা**) এক সংমিশ্রণ ব্যবহার করেন। তারা তাদের দেশীয় বা স্থানীয় পদ্ধতি থেকে শুরু করে ভারতীয় আদর্শ পদ্ধতি, ব্রিটিশ পদ্ধতি এবং বর্তমানে মেট্রিক পদ্ধতি পর্যন্ত ব্যবহার করছেন। এই সংখ্যায় আমরা রোহিঙ্গা সম্প্রদায় কীভাবে এসব পরিমাপ পদ্ধতি ব্যবহার করে তা আলোচনা করব।

বাংলাদেশ সরকার, পাশাপাশি ত্রাণ সংস্থাগুলো সমস্ত পরিমাপের জন্য মেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করে। রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মধ্যে এই এককগুলোর ব্যবহার ধীরে ধীরে বাড়লেও বর্তমানে যে অন্যান্য এককগুলো ব্যবহার করা হয় সে সম্পর্কে জেনে রাখা ভালো, কারণ বিভিন্ন ধরনের পরিমাপ পদ্ধতির বেশ কিছু আর্থসামাজিক গুরুত্ব রয়েছে। মহিলা, বয়স্ক লোকজন, যারা পড়াশোনার সুযোগ পাননি তারা এবং গ্রামবাসীরা সাধারণত দেশীয় পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন। যারা কোনো ধরনের প্রথাগত শিক্ষা পেয়েছেন বা ব্যবসার সাথে যুক্ত ছিলেন তারা ব্রিটিশ বা মেট্রিক পদ্ধতি সম্পর্কে জানার সুযোগ পেয়েছেন। ঔপনিবেশিকতার হাত ধরে ইউরোপীয় পরিমাপ পদ্ধতির আগমন ঘটেছিল যা স্থানীয় মানুষ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আংশিকভাবে ব্যবহার করা শুরু করেছিলেন। কেবল তিনটি দেশ মেট্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করেনি এবং তার একটি হল মায়ানমার। এই কারণে মেট্রিক পদ্ধতি সম্পর্কে রোহিঙ্গা সম্প্রদায় যতটুকু জানে তা তারা চাটগাঁইয়া ও বাংলাভাষী প্রতিবেশীদের থেকে জেনেছে।

দৈর্ঘ্য এবং দূরত্ব

কিছু পাশ্চাত্য পদ্ধতির আদি ব্যবস্থার মতোই, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীও পরিমাপের সুবিধাজনক মাপকাঠি হিসেবে তাদের দেহকে ব্যবহার করে। দৈর্ঘ্য মাপার সবচেয়ে প্রাথমিক মাপকাঠি হচ্ছে ***আউঁল*** (‘আঙুল’)। আক্ষরিকভাবে এর পরিমাণ একটি আঙুলের প্রস্থের সমান। বারো *আউঁল* সমান দৈর্ঘ্যকে বলা হয় এক ***বিয়ত*** (বা ***বিঘত***)। এটি হচ্ছে হাতের পাতা প্রসারিত থাকা অবস্থায় বুড়ো আঙুলের ডগা থেকে কড়ে আঙুলের ডগা পর্যন্ত দৈর্ঘ্য। দুই *বিয়ত* পরিমাণকে এক ‘***আত***’ বা ‘হাত’ বলা হয়, যা মোটামুটি কনুই থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের সমান। *বিয়ত* আর *আত* হচ্ছে দৈর্ঘ্য মাপার সবচেয়ে জনপ্রিয় একক। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এই শব্দগুলো

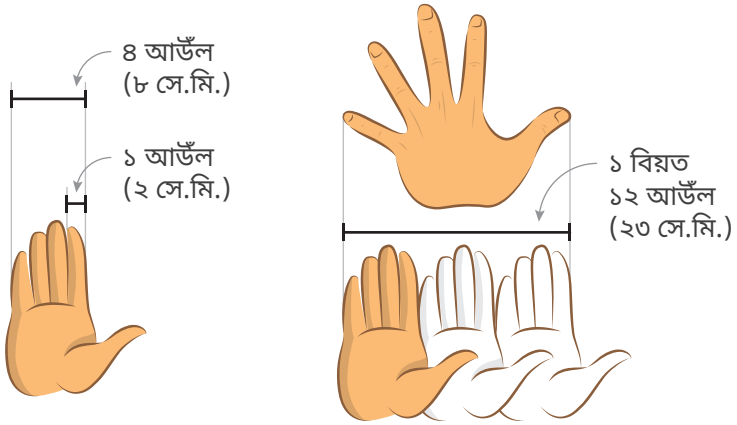

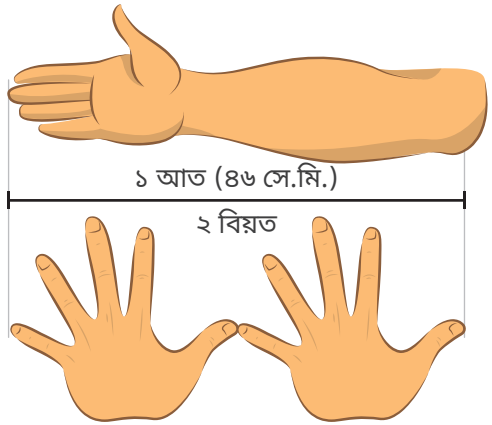

ব্যবহার করলেও আসলে এগুলির উৎপত্তি এই অঞ্চলেই হয়েছে, তাই আপনি বয়স্ক চাটগাঁইয়া মানুষের মুখেও এই মাপগুলোর কথা শুনতে পাবেন। যদিও এই এককগুলোকে নিয়মে বাঁধার চেষ্টা করা হয়েছে তবে এখনো বহু মানুষ মাপার জন্য তাদের নিজের শরীরকে ব্যবহার করে থাকেন। দৈর্ঘ্য মাপার ক্ষেত্রে একমাত্র একক হল ***গজ*** যা এক ইয়ার্ড বা প্রায় এক মিটারের সমান।

এই মাপগুলো বিশেষভাবে শেল্টার তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। মেট্রিক পদ্ধতিতে ত্রিপল এবং বাঁশের খুঁটির মাপ পরিবারগুলো ভালোভাবে বুঝতে নাও পারে, তাদের হয়ত *বিয়ত* বা *আতে* সেই মাপ বুঝতে আরও বেশি সুবিধা হবে। একটা লক্ষণীয় বিষয় হল, আশ্রয় বা পাহাড়ের উচ্চতা, বা সেতুর দৈর্ঘ্যের মাপ বোঝাতে প্রায়ই "ফুট" ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যদিও জনগোষ্ঠীর মানুষ হয়ত সঠিকভাবে এই মাপের অনুপাত কি তা জানেনা (অর্থাৎ ১২ ইঞ্চি এক ফুটের সমান)।

সাধারণত দূরত্বের জন্য সময়ের একক ব্যবহার করা হয় (মিনিট, ঘণ্টা ইত্যাদি)। যেমন লোকেরা কোনও মসজিদ বা খাবার বিতরণ কেন্দ্র পাহাড় থেকে ৫০০ মিটার দূরে বলার পরিবর্তে পাহাড় থেকে ৫ মিনিট দূরে বলতে পারে। জনগোষ্ঠীকে নিকটবর্তী সেবা সম্পর্কে জানানোর সময় এ বিষয়টি মনে রাখা ভালো। যদিও রোহিঙ্গা এবং চাটগাঁইয়া, উভয় জনগোষ্ঠীই অপেক্ষাকৃত বেশি দূরত্ব মাইলে বলে থাকে।

ওজন এবং আয়তন

কঠিন জিনিষের ওজন এবং তরলের আয়তন, উভয় মাপার জন্যেই বিভিন্ন পদ্ধতির একটি মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়। যদিও শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য আর্থসামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে ওজন এবং আয়তনের ক্ষেত্রে দেশীয় একক বহুলভাবে ব্যবহার হতে দেখা যায়। এই পদ্ধতিতে ***সের*** (যা প্রায় এক লিটার বা এক কিলোগ্রামের সমান) এবং ***পোয়া*** (এক *সেরের* চার ভাগের এক ভাগ, বা ২৫০ মিলি/গ্রাম)সবথেকে জনপ্রিয় একক। এছাড়াও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বর্মী পদ্ধতির একটি একক ***বিস্তা*** (বা ***বিসসা***) ব্যবহার করে, এটি একটি ভরের একক যা প্রায় ১.৭ কিলোগ্রামের সমান। অল্প পরিমাণ জিনিস মাপার ক্ষেত্রে গ্রামের প্রচলন ক্রমশ বাড়ছে। যেমন ওষুধের মাপের ক্ষেত্রে গ্রাম (বা তরল ওষুধের ক্ষেত্রে চা চামচ এবং মিলিলিটার) প্রায় সকলেই বুঝতে পারেন।

ওয়াশ বা স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনার সময় এই পার্থক্যগুলো সম্পর্কে জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন আপনি হয়ত দেখে থাকবেন যে বাংলাদেশ সরকার সাধারণ খাওয়ার স্যালাইনের (ও.আর.এস) প্যাকেটে নির্দেশ দেওয়ার জন্য *পোয়া* ব্যবহার করে। যদিও রোহিঙ্গারা *পোয়া* (*ফোয়া*) এককের সাথে পরিচিত তবু তারা এক্ষেত্রে মাপার জন্য আরেকটি আঞ্চলিক একক ***গলস*** (যা ইংরাজি "গ্লাস" শব্দ থেকে এসেছে) ব্যবহার করে থাকে। সাধারণত ক্যাম্পে যে কমলা রঙের ও.আর.এস প্যাকেটগুলো বিতরণ করা

হয় সেই গুঁড়ো দুই *পোয়া* (৫০০ মিলি) পানির সাথে মেশানোর কথা বলা থাকে। আপনি যখন জনগোষ্ঠীকে এই বিষয়ে বোঝাবেন তখন আপনি মেট্রিক এবং দেশীয়, উভয় পদ্ধতিতে মাপ বোঝানোর কথা বিবেচনা করতে পারেন, (যেমন 'খাবার স্যালাইনের প্যাকেটের গুঁড়ো ৫০০ মিলি বা দুই গ্লাস/*গলস* পানির সাথে মেশাবেন')। পানি শোধন করা বা পুষ্টির সাপ্লিমেন্ট নিরাপদ পানিতে মেশানোর বিষয়ে কথা বলার সময়েও এগুলো মনে রাখা জরুরি।

রোহিঙ্গাদের বাজারে আপনি আরও অনেকগুলো আঞ্চলিক পরিমাপ পদ্ধতি দেখতে পাবেন। যেমন ব্যবহার করা দুধের টিন সাধারণত ২৫০ গ্রাম মাপার জন্য ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ এক কিলো চাল হল চার টিনের সমান।

বিভিন্ন আঞ্চলিক মাপের ছড়াছড়ি

প্রতিবেশী চাটগাঁইয়া ও বাংলাভাষী, এই দুটি সম্প্রদায়ও একই ধরনের একটি মিশ্র পরিমাপ পদ্ধতি ব্যবহার করেন। আদি ভারতীয় পদ্ধতির এককগুলির নাম সংস্কৃত ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছিল, তাই রোহিঙ্গা ও বাংলা ভাষার মধ্যে এবং বিশেষ করে রোহিঙ্গা এবং চাটগাঁইয়া ভাষার মধ্যে এককগুলোর নামে বেশ মিল দেখা যায়। যে এককগুলোর নামের উৎপত্তি ইংরেজি ভাষা থেকে হয়েছে সেগুলি এই তিনটি ভাষাতেই স্থানীয় টানের সাথে উচ্চারণ করা হয় (যেমন, 'litre'-কে 'লী-টার' এবং 'কিলোগ্রাম (kg)'-কে 'কে-জি' উচ্চারণ করা হয়)।

নীচে বাংলা ও রোহিঙ্গা ভাষায় বিভিন্ন মাপের একটি তুলনামূলক তালিকা দেওয়া হল।

রোহিঙ্গা ভাষায় একক	বাংলা ভাষায় একক	মেট্রিক পদ্ধতিতে আনুমানিক পরিমাণ	দ্রষ্টব্য
আউঁল	আঙুল	২ সেমি	এক আউঁল/আঙুল হচ্ছে তর্জনীর সমান প্রস্থ
বিয়ত	বিঘত	২৩ সেমি	এক বিয়ত/বিঘত ১২ আউঁল/আঙুলের সমান
আত	হাত	৪৬ সেমি	১ আত/হাত ২ বিয়ত/বিঘতের সমান
গজ	গজ	০.৯১ মিটার	এই অঞ্চলে 'ইয়ার্ড' বোঝাতে মূলত এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়
ফোয়া	পোয়া	২৩৩ গ্রাম	৪ পোয়াতে এক সের হয়
সের	সের	৯৩৩ গ্রাম	কঠিন ও তরল দুই ক্ষেত্রে আয়তন মাপতে একই একক ব্যবহার করা হয়
বিসসা	(প্রযোজ্য নয়)	১.৭ কেজি	এই এককটি বর্মি পরিমাপ পদ্ধতি থেকে নেওয়া হয়েছে

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন, ইন্টারনিউজ এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিতভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলি সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলিকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলির চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটি আই.ও.এম, জাতিসংঘ অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় সম্পন্ন করা হচ্ছে এবং এটির জন্য অর্থ সংস্থান করেছে ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

'*যা জানা জরুরি*' সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।